রমযান বিষয়ে জাল ও দুর্বল হাদিসসমূহ

হাদিস নাম্বারঃ ১২

১/ বিবিধ হাদিসসমূহ

বাংলা

বারো.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّقِيفَةِ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ.

কাব ইবনু আসেম আশআরি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “সফরে সওম পালন করা নেকির কাজ নয়”। আহমদ: (৫/৪৩৪), তাবরানি ফিল “কাবির”: (১৯/১৭২), হাদিস নং: (৩৮৭), তাবরানি ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ সূত্রে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন এ শব্দে:

ليس من ام بر ام صيام في ام سفر.

হাদিসটি বায়হাকি তার “সুনান”: (৪/২২), গ্রন্থে আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে বর্ণনা করেন।

হাফেজ ইবনু হাজার “তালখিসুল হাবির” গ্রন্থে বলেছেন: “ইমাম আহমদ কাব ইবনু আসেম আশআরি থেকে এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন:

" لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ. "

এটা ইয়ামানের এক এলাকার ভাষা, তারা “মারেফার লাম” (নির্দিষ্ট করণের লাম) “মিম” দ্বারা পরিবর্তণ করে বলে। এমনও হতে পারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু এটা তার আঞ্চলিক ভাষা। আবার এমনও হতে পারে আশআরি তা নিচের আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তণ করে ব্যক্ত করেছেন। আর বর্ণনাকারীরা আশআরি থেকে তার শব্দ বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয় অভিমতটি আমার নিকট অধিক যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ ভাল জানেন”। “তালখিসুল হাবির”: (২/২০৫)

আলবানি রাহিমাহুল্লাহ “সিলসিলাতুল আহাদিসিস দায়িফা” গ্রন্থে বলেছেন: হাদিসটি এভাবে শাজ... এ হাদিসের সনদ বাহ্যত বিশুদ্ধ, এর প্রেত্যেক বর্ণনাকারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। তবে এ হাদিসের মূল সমস্যা হচ্ছে এটা শায্ ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদিসের বিপরীত। ইমাম আহমদ বলেন: সুফিয়ান এ হাদিসটি যুহরি থেকে আমাদেরকে বলেছেন এভাবে:

" ليس من البر الصيام في السفر " .

ইমাম যুহরি থেকে ইবনু জুরাইজ, ইউনুস, মুহাম্মদ ইবনু আবি হাফসা ও জুবাইদি সকলে সুফিয়ানের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। মা'মার নিজেও বায়হাকির বর্ণনাতে সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যুহরি থেকে। আর এ বর্ণনাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংরক্ষিত।

কোন আলেম সন্দেহ করেন না যে, মা'মার বর্ণিত যে শব্দ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে মিলে যায়, তার থেকে সেটা গ্রহণ করতে হবে, তার দিকে ধাবিত হবে, কিন্তু মা'মার বর্ণিত যে শব্দ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত হয়, তা গ্রহণ করা যাবে না, কারণ সে বর্ণনা দুর্বল, তার উপর নির্ভর করা যাবে না, বিশেষ করে মা'মার এর ক্ষেত্রে। মা'মার যদিও নির্ভরযোগ্য এবং হাদিসের বড় ইমামদের একজন, তবুও তার ব্যাপারে ইমাম যাহাবি বলেছেন: "তার থেকে সন্দেহমূলক প্রসিদ্ধ কিছু হাদিস রয়েছে, তার স্মরণ শক্তির দৃঢ়তা সত্বেও এসব সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আবূ হাতেম বলেছেন: তার হাদিসগুলো ভাল, কিন্তু বসরাতে তিনি যেসব হাদিস বলেছেন তাতে ভুল আছে"।

হাদিসের এ শব্দে মা'মার এর ভুলের বিষয়টি আরো নিশ্চিত হয় যে, সে অন্যান্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। কারণ এ হাদিস কাব ইবনু আসেম আশআরি ব্যতীত অন্যান্য সাহাবি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেমন জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বারজাতাল আসলামি, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আম্মার ইবনু ইয়াসার, আবূদ দারদা প্রমুখগণ, তাদের থেকে বিভিন্ন সনদে এ হাদিস বর্ণিত আছে, তাদের সকলের বর্ণনাকৃত শব্দ হচ্ছে:

" ليس من البر الصيام في السفر " .

তাদের সকলের হাদিস আমি "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, যার ইচ্ছা সেখানে দেখে নিতে পারেন। এখানে শুধু হাদিসের দুর্বলতা বলে দেয়াই উদ্দেশ্য। কারণ এ হাদিসটি ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিকট খুব প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে যেহেতু ইবনু হাজার তালখিসুল হাবির গ্রন্থে বলেছেন: "এটা ইয়ামানের কতক জনপদের ভাষা, তারা 'মারেফা'র লামকে মিম দ্বারা পরিবর্তণ করে বলে, আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশআরিকে অনুরূপ শব্দেই সম্বোধন করেছেন, কারণ সেটা তার ভাষা, আবার এমনও হতে আশআরি তা নিজস্ব ভাষায় পরিবর্তণ করেছে, আর বর্ণনাকারীরা তার শব্দ বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয় কারণটি আমার নিকট বেশী যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ ভাল জানেন"।

আমার আশঙ্কা: হাফেজ ইবনু হাজার যেহেতু এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন, তাই অনেকের ধারণা হতে পারে যে, হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, শুধু সন্দেহ এখানে যে এ শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না আশআরি থেকে, তিনি দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তার এ অগ্রাধিকারের কোন কারণ নেই, যেহেতু আমরা প্রমাণ করেছি এ শব্দ হচ্ছে মা'মার কর্তৃক ওহাম, ধারণা বা ভুল। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা আশআরি কেউ বলেননি। বরং সাফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ কিংবা যুহরি তাদের কেউ এভাবে বলেননি। এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভাল করে জেনে রাখুন"। "সিলসিলাতুল আহাদিসিস দায়িফা": (১১৩০)

আলবানি এ হাদিস প্রসঙ্গে "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থের এক জায়গায় বলেন: "আশআরি থেকে বর্ণনাকারীগণ যদি

আশআরি থেকে শ্রবণকৃত শব্দ বর্ণনা করতে পারে, তাহলে আশআরির অধিক উচিত ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকৃত শব্দ হুবহু বর্ণনা করা”। ইরওয়াউল গালিল”: (৪/৫৮-৫৯), হাদিস নং: (৯২৫)

সারকথা:

ইমাম আহমদ মা’মার এর সনদে যুহরি থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ.

আবার মা’মার এর সাথী সুফিয়ানের সনদে যুহরি থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" ليس من البر الصيام في السفر " .

এখানে দেখা যাচ্ছে ইমাম যুহরির ছাত্র সুফিয়ান ও মা’মার এক হাদিস দুইভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যুহরির অন্যান্য ছাত্র যেমন ইবনু জুরাইজ, ইউনূস, মুহাম্মদ ইবনু আবি হাফসা ও জুবাইদি প্রমুখগণ সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এমনকি খোদ মা’মার থেকে একটি বর্ণনা ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যা সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ। অতঃপর ইমাম বায়হাকি বলেছেন: এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংরক্ষিত হাদিস।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, এখানে ভুল হয়েছে মা’মার থেকে, কারণ ইমাম যুহরির অন্যান্য ছাত্র তার অনুরূপ বর্ণনা করেনি, দ্বিতীয়ত সে নিজেও তার এ হাদিসের বিপরীত বিশুদ্ধ শব্দ বর্ণনা করেছেন বায়হাকির নিকট, যার সাথে কারো দ্বিমত নেই।

ইমাম জাহাবি ও আবূ হাতেম বলেছেন: মা’মার একজন বড় মাপের ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হওয়া সত্বেও তার থেকে এ ধরণের ভুল হয়েছে। মূলত:

لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ.

না যুহরি বলেছেন, না আশআরি, আর না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বরং এটা মা’মার এর ভুল।

শায়খ আলি ইবনু হুসাইন হালবি (১৪৩০হি.) “ফিকহুস সিয়াম” শিরোনামে ১২-নং দরসে বলেন: “সফরে সিয়াম সংক্রান্ত একটি হাদিস আছে: "ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر".

ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কতক ফেকার কিতাবে দেখা যায়, এ হাদিসটি অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইয়ামানের হিমইয়ার বংশের আঞ্চলিক ভাষা, যারা লামকে মিম দ্বারা পরিবর্তণ করে পড়ে, যেমন:

" ليس مِن امْبِر امْصِيامُ في امْسَفر ".

এটাকে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বলেন। হাদিস এক, শুধু লামকে মিম দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, বরং প্রমাণিত হচ্ছে জাবের থেকে বর্ণিত বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

" ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر ".

জ্ঞাতব্য: এখানে এ হাদিস উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হাদিসের বিশুদ্ধ শব্দ চিহ্নিত করা। হাদিস দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, কারণ এ হাদিস সহিহ। ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাদের সহিহ কিতাবে এর উল্লেখ করেছেন।

ফুটনোট

হাদিস সহিহ কিন্তু বর্ণনাকারীর ভাষাগত কিছু বিষয়ের ত্রুটি রয়েছে যা উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলাম হাউস

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22487

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন